অস্থায়ী ঠিকানা

27-Feb-2026

জুমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা এবং দাওয়াতে ইসলামীর "মসজিদের ইমাম" বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত মসজিদ সমূহের জন্য
২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ইং (৯ রমযানুল করীম ১৪৪৭ হিজরী) এর পবিত্র জুমার

কুরআনী বয়ান

(পারা: ১, সূরা বাকারা: ৩৬)

অস্থায়ী ঠিকানা

এই বয়ানে আপনারা জানতে পারবেন...

- ... একটি সাধারণ ভুল ধারণার নিরসন
- ... অদ্ভুত প্রশ্ন, সুন্দর উত্তর
- ... ইসলামের সৌন্দর্য এবং নাস্তিকতার মন্দ দিক
- ... ঘর না বানানোর অনন্য কারণ

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(Islamic Research Center)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দুরুদ শরীফের ফযীলত ৩
একটি সাধারণ ভুল ধারণার নিরসন ৬
অদ্ভুত প্রশ্ন, সুন্দর উত্তর ৬
বেদ্বীনরা সর্বদা শত্রুতা করে ৭
অস্থায়ী ঠিকানা ৮
আমার দুনিয়ার সাথে কী সম্পর্ক...? ৯
দুনিয়ায় মুসাফিরের মতো থাকো! ১০
ইসলামের সৌন্দর্য এবং নাস্তিকতার মন্দ দিক ১১
আত্মত্যাগের এক মহান ঘটনা ১৪
প্রতিটি কাজের ভিত্তি 'ফানা' (বিলীনতা) এর উপর রাখুন! ১৫
আমীরে আহলে সুন্নাতের অনন্য চিন্তাভাবনা ১৬
সেনাপতির দম্ভ চূর্ণ হলো ১৭
ঘর না বানানোর এক অনন্য কারণ ১৮
বয়ানের সারাংশ ১৯
নাত কালেকশন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ২১
সঠিক কোনটি? ২২
আসমাউল হুসনার বরকত (ওযিফা) ২৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দুরুদ শরীফের ফযীলত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهٖ وَ سَلَّم: اَلصَّلَاةُ عَلَيَّ نُوْرٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غُفِرَ لَهٗ ذُنُوْبُ ثَمَانِيْنَ عَامًا۔

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মাক্কী-মাদানী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা পুলসিরাতের উপর নূর। যে ব্যক্তি জুমার দিনে আমার উপর ৮০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার ৮০ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(মুসনাদুল ফিরদাউস, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:৪০৮, হাদীস:৩৮১৪)

مومنو! آپ صلّی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم پر پڑھے جاؤ! — باادب اور باوقار درود
نزع میں، گور میں، قیامت میں — ہر جگہ یارِ غمگسار درود
جو محبِّ نبی صلّی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم ہے اسے کافی — چاہیے اس کو بار بار درود

মুমিনো! আ'প صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর পড়ে জাও!- বাআদব ও বাওয়াকার দুরূদ
নাযআ মে, গোর মে, কিয়ামত মে - হার জাগা ইয়ারে গমগুসার দুরূদ
জু মুহিব্বে নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হে এ কাফী চাহিয়ে উস কো বার বার দুরূদ

(কাফী কি নাত, পৃষ্ঠা: ৩৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

قَالَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالٰى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْم অর্থাৎ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿۳۶﴾ (পারা ১, সূরা বাকারা, ৩৬)

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمِ وَ صَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আমি ইরশাদ করলাম, '(তোমরা) নিচে নেমে যাও! তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু; এবং তোমাদেরকে একটা (নির্দ্ধারিত) সময়সীমা পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান ও জীবিকা অবলম্বন করতে হবে'।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি, এখানে বসবাস করছি, শীঘ্রই এখান থেকে পরকালের দিকে যাত্রা করব। যদি আমরা একটু চিন্তা করি, তাহলে এই পৃথিবীতে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক রয়েছে, যেমন ☆ মা-বাবার সাথে আমাদের শ্রদ্ধার (**Respect**) সম্পর্ক রয়েছে ☆ আমাদের সন্তানদের সাথে আমাদের ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে ☆ বন্ধুবান্ধবদের সাথে আন্তরিকতার সম্পর্ক হয়ে থাকে ☆ তেমনি আমরা যখন ভ্রমণে যাই, তখন পথে কখনো কারো সাথে সালাম-কালাম হয়ে যায়, এটি একটি সাময়িক ও অস্থায়ী সম্পর্ক

(**Temporary Relationship**) হয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো যে, এই পৃথিবীর সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন? আমরা পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াত নং ৩৬ এর একটি অংশ শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এই আয়াতে করীমাতেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই পৃথিবীর সাথে আমাদের সম্পর্কের প্রকৃতি কী, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

وَقُلْنَا

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৩৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আমি ইরশাদ করলাম।

অর্থাৎ যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام জান্নাতে ছিলেন এবং জান্নাতের গাছের ফল খাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল, এর পরে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, কী ইরশাদ করেছেন:

اِهْبِطُوْا

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৩৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: (তোমরা) নিচে নেমে যাও!

অর্থাৎ হে আদম عَلَيْهِ السَّلَام! আপনি এবং আপনার বংশধরেরা, তোমরা সবাই জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নেমে যাও!

(হাশিয়া সাওয়ী আলাল জালালাইন, পারা:১, সূরা বাকারা, ৩৬নং আয়াতের পাদটীকা, অংশ:১, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৬৩-৬৪)

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৩৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু হবে।

অর্থাৎ হে আদম عَلَيْهِ السَّلَام! আপনার বংশধররা একে অপরের শত্রু হয়ে থাকবে। অমুসলিমরা সর্বদা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করতে থাকবে, বাতিল ও ভ্রান্ত পথের পথিকরা সর্বদা সত্যপন্থীদের সাথে শত্রুতা করবে। **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১, সূরা বাকারা, ৩৬ নং আয়াতের পাদটীকা, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৩০৩)**

একটি সাধারণ ভুল ধারণার নিরসন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখান থেকে একটি সাধারণ ভুল ধারণার নিরসন হয়। আমাদের সমাজে কিছু বেপরোয়া লোককে বলতে শোনা যায় যে, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছেন, জান্নাতের ফল তিনি খেয়েছেন এবং তাঁর ফল আমরা ভোগ করছি।

এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য (Cheap) কথা, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام আমাদেরকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আনেননি বরং আমরাই তাঁর পৃথিবীতে আসার কারণ (Reason) হয়েছি। তিনি তো আগেও জান্নাতী ছিলেন, এখনও জান্নাতী আছেন। আসলে তাঁর বংশধরের মধ্যে দুই ধরনের লোক ছিল, একদল দ্বীনদার এবং অন্যদল বেদ্বীন, একদল জান্নাতী, অন্যদল জাহান্নামী এবং তাদের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতা ছিল। তাই আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এই বলে যে, হে আদম عَلَيْهِ السَّلَام! পৃথিবীতে যান! আপনার বংশধররা পৃথিবীতে থাকবে, তাদের মধ্যে পার্থক্য (Difference) করে দেওয়া হবে, তারপর কিয়ামতের দিন যারা জাহান্নামী, তারা জাহান্নামে চলে যাবে এবং আপনি ও আপনার জান্নাতী বংশধরদের আবার চিরকালের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে! **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১, সূরা বাকারা, ৩৬নং আয়াতের পাদটীকা, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৩০৭)**

অদ্ভুত প্রশ্ন, সুন্দর উত্তর

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا সাহাবীয়ে রাসূল ছিলেন, তাফসীর শাস্ত্রে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী (Expert) ছিলেন, তাঁকে সুলতানুল

মুফাসসিরীন বলা হয়। একবার রোমের বাদশাহ তাঁর কাছে চিঠি লিখে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি লিখেছিলেন: যে ব্যক্তির বাড়িতে মেহমান (Guest) আসে, তার জন্য কি এটা সমীচীন যে, সে মেহমানকে ঘর থেকে বের করে দেয়? (তার ইঙ্গিত হযরত আদম عَلَیْہِ السَّلَام এর দিকে ছিল যে, তিনি জান্নাতে ছিলেন, তারপর আল্লাহ পাক তাঁকে পৃথিবীতে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন)।

যেমন প্রশ্নটি ছিল অদ্ভুত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا উত্তরও দিয়েছেন খুবই অনন্য (Unique), তিনি উত্তরে তাকে লিখেছিলেন: মেহমানকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া তো সমীচীন নয়, তবে! যখন মেহমান ঘরে আসে, তখন তাকে বলা হয়: সফরের পোশাক খুলে ফ্রেশ (Fresh) হয়ে যান! (অর্থাৎ মুখ হাত ধুয়ে নিন! ধুলোবালি ঝেড়ে নিন! বাথরুমের প্রয়োজন হলে সেরে নিন!), তারপর নিশ্চিন্তে দস্তরখানে (Dinning Mat) বসুন।

আল্লাহ পাকের, হযরত আদম عَلَیْہِ السَّلَام কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনাও এই ধরনেরই ছিল (অর্থাৎ বলা হয়েছিল: হে আদম عَلَیْہِ السَّلَام! পৃথিবীতে যান! আপনার পবিত্র বংশের মধ্যে যারা অযোগ্য, তাদের সেখানেই ছেড়ে দিন! বোঝা নামিয়ে আপনি এবং আপনার জান্নাতের যোগ্য বংশধররা ফিরে আসুন! তখন নিশ্চিন্তে জান্নাতে থাকুন)।

(নাওয়াদিরুল কলযূবী, আল-হিকায়াতুস সালিছাতু ওয়াস সাবঊন, পৃষ্ঠা: ৫৫)

বেদ্বীনরা সর্বদা শত্রুতা করে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখান থেকে আমরা এটাও জানতে পারলাম যে, কিছু লোক যারা বলে: সবাই নিজ নিজ জায়গায় ঠিক আছে।

যে যে পথে চলে, কুফরি করে বা মুসলমান থাকে, সবাই ঠিক আছে। তাদের এই চিন্তা (Thinking) সম্পূর্ণ ভুল। সবাই কখনো ঠিক হতে পারে না। মুসলমান মুসলমানই, অমুসলিম অমুসলিমই, যেমন আগুন (Fire) এবং পানি এক জায়গায় জমা হতে পারে না, তেমনি সত্যের উপর চলা ব্যক্তি এবং ভুল পথের পথিকরা কখনো এক হতে পারে না।

ستیزہ کار رہا ہے اَزَل سے تا اِمروز | چراغِ مصطفوی سے شرارِ بُولَہبی

সাতিযা কার রাহা হে আযাল সে তা ইমরুয
চেরাগে মুস্তফা সে শারারে বু লাহবী

(কুল্লিয়াতে ইকবাল, , পৃষ্ঠা:২৫১)

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ সর্বদা এটাই হয়ে আসছে যে, মুস্তাফার প্রদীপ (অর্থাৎ সত্য দ্বীনের নূর) থেকে বু-লাহাবের স্ফুলিঙ্গ (অর্থাৎ বাতিলের স্ফুলিঙ্গ) শত্রুতা করে আসছে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সর্বদা সত্য পথে চলার তৌফিক দান করো। اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

অস্থায়ী ঠিকানা

আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেন:

وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿۳۶﴾

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৩৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তোমাদেরকে একটা (নির্দ্ধারিত) সময়সীমা পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান ও জীবিকা অবলম্বন করতে হবে।

এটি আমাদের এবং এই পৃথিবীর পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা। এই পৃথিবীর সাথে আমাদের শ্রদ্ধার সম্পর্ক নেই, ভালোবাসার সম্পর্ক নেই বরং আমরা এই পৃথিবীতে একজন মুসাফিরের (Passenger) মতো, যেমন; মানুষ সফর করে, পথে নিজের প্রয়োজনে কিছুক্ষণ থামে, তারপর নিজের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়, আমাদেরও একই অবস্থা, আমাদের গন্তব্য আল্লাহ পাকের নৈকট্য এবং চিরকালের জন্য জান্নাত। আমরা আলমে আরওয়াহ থেকে চলে এসেছি, একটি নির্দিষ্ট সময় (Fix Time) পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকব, তারপর আলমে বরযখে চলে যাব, তারপর সেখান থেকে হাশরের দিকে সফর হবে, তারপর اِنْ شَآءَ الله নিজেদের গন্তব্য অর্থাৎ জান্নাতে পৌঁছে যাব।

جگہ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے | یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে
ইয়ে ইবরাত কি জা’ হে তামাশা নেহী হে

আমার দুনিয়ার সাথে কী সম্পর্ক...?

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একদিন আমি দেখলাম; রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খেজুরের মাদুরে শুয়ে আছেন এবং তাঁর পার্শ্ব মুবারকে মাদুরের দাগ পড়ে গেছে, আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের অনুমতি দিন! এই মাদুরের উপর কোনো বিছানা বিছিয়ে দিই, যাতে আপনি আরামে শুতে পারেন। এটা শুনে প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার দুনিয়ার সাথে কী সম্পর্ক...? আমার এবং দুনিয়ার উদাহরণ এমন, যেমন কোনো মুসাফির প্রচণ্ড গরমের দিনে সফর করছে,

এই সময় সে কোনো গাছের নিচে থামে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, তারপর নিজের পথে চলে যায়। **(আয যুহদ ওয়াল রাকাইক ইমাম ইবনে মুবারক, পৃষ্ঠা: ৫৪, হাদীস: ১৯৫)**

ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا
کبھی ہاتھ کا سرہانا مَدَنی مدینے والے!
تری سادگی پہ لاکھوں، تری عاجزی پہ لاکھوں
ہوں سلامِ عاجزانہ مَدَنی مدینے والے!

হে চাটায়ী কা বিছোনা, কভী খাঁক হি পে সোনা
কভী হাত কা সেরহানা মাদানী মদীনে ওয়ালে!
তেরী সাদগী পে লাখো, তেরী আজিযে পে লাখো
হো সালামে আজিযানা মাদানী মদীনে ওয়ালে!

(ওয়াসায়েল বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৪২৬)

দুনিয়ায় মুসাফিরের মতো থাকো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটিই বাস্তবতা (Reality), আমরা সবাই মুসাফির, এই পৃথিবী যেন মরুভূমির (Desert) মাঝে একটি গাছ, মুসাফিররা আসে, কিছুক্ষণ এখানে থামে এবং পরকালের দিকে চলে যায়। কোনো মুসাফির কি পথে কোনো স্থানে মন বসায়? আমরাও জীবনে (Life) সফর করতে থাকি, কখনো এমন হয়েছে যে, আমরা সফরে আছি, পথে কোনো খুব সুন্দর স্থান (Beautiful Location) এলো, তখন আমরা সেখানেই মন বসিয়ে নিলাম যে, আর ঘরে যাব না, এখন জীবন এখানেই কাটাব? অথবা পথে খাবার ইত্যাদি খাওয়ার জন্য কোনো হোটেলে থেমে ছিলাম, তখন সেখানেই মন বসিয়ে ফেললাম? না...!! এমন হয় না। মুসাফির সফরের সময় অসংখ্য সুন্দর স্থান দেখে, কখনো কখনো হোটেল

ইত্যাদিতে থামে তখন বাড়ির চেয়ে বেশি আরাম (Comfortable) অনুভব করে, তা সত্ত্বেও সে সেখানে মন বসায় না, সেখানকার নেয়ামতসমূহের মাঝে হারিয়ে যায় না, দ্রুতই নিজের ঘরে ফিরে যায়। এই পৃথিবীও এমনই, আমরা সবাই মুসাফির, কিছু সময়ের জন্য এখানে থেমেছি, শীঘ্রই আখেরাতের সফরে রওয়ানা হয়ে যাব। তাই এখানে কখনোই মন বসানো উচিত নয়। হাদীসে পাকে রয়েছে: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ দুনিয়ায় এমনভাবে থাকো, যেন তুমি অপরিচিত বা কোনো পথিক।

(আয যুহদুল ইমাম আহমদ, যুহদুন নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّم, পৃষ্ঠা: ২৩, হাদীস: ৪২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীস শরীফটি পুরোপুরি শিক্ষণীয়, এই হাদীস শরীফকে নিজের অন্তরে গেঁথে রাখা উচিত, নিজের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি লেনদেনের ভিত্তি 'ফানা' (বিলীন) এর উপর রাখুন, 'বাকা' (স্থায়িত্ব) এর উপর নয়।

ইসলামের সৌন্দর্য এবং নাস্তিকতার মন্দ দিক

একটি কাজের কথা বলি; এই যে পাশ্চাত্য সভ্যতা (Western Civilization), যাতে নাস্তিকতা (Atheism), সেক্যুলারিজম (Secularism), ডিইজম (Deism) ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত, এদের ভেতরকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল। এদের কাছে কোনো নৈতিক বিধান নেই, এই লোকেরা তো আল্লাহকে মানেই না, তাদের স্লোগান হলো: There is no God, কোনো আল্লাহ নেই। (اَسْتَغْفِرُ الله) তারা নৈতিকতা ও চরিত্রের এবং সামাজিক নীতিমালার (Social Principles) ভিত্তি 'বাকা' (স্থায়িত্ব) এর উপর রেখেছে। তাদের পুরো সমাজ পারস্পরিক সহাবস্থানের নীতিতে চলে। অর্থাৎ বাঁচো এবং বাঁচতে দাও! (Live and Let Live)। এর অর্থ

হলো তারা বলে: ✯ আমরা কাউকে কষ্ট দেব না, যাতে কেউ আমাদের কষ্ট না দেয় ✯ আমরা কারো সম্পদ লুট করব না, যাতে কেউ আমাদের সম্পদ লুট না করে ✯ আমরা কারো সাথে খারাপ আচরণ করব না, যাতে কেউ আমাদের সাথে খারাপ আচরণ না করে।

এখন এই ব্যবস্থার (System) ত্রুটি কী জানেন? প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে ধনী, বেশি ক্ষমতাশালী (Power), বড় পদের অধিকারী, তারা অন্যদের উপর অত্যাচারও করে, অন্যদের নিচুও দেখায়, অন্যদের অধিকারও হরণ করে। কেন? কারণ সে জানে আমি ধনী, ক্ষমতা, আইন (Law) সবকিছু আমার বাড়ির দাসী, কেউ আমার চুলও স্পর্শ করতে পারবে না, তাই সে খোলাখুলিভাবে অত্যাচার করে, এভাবে সমাজ এক অদ্ভুত ভারসাম্যহীনতার (Imbalance) শিকার হয়। এবং এগুলো শুধু কিতাবি কথা নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতায় এমন সব কিছুই ঘটছে। এর কারণ কী? তারা সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তি 'বাকা' (স্থায়িত্ব) এর উপর রেখেছে। যেই মনে করে যে, কেউ তার কিছু করতে পারবে না, সে ঔদ্ধত্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সত্যি কথা বলতে কি, এই আইনটাই শুরু থেকে ভুল। বাস্তবতা (Ground Realty) হলো এখানে কারো জন্য স্থায়ীত্ব নেই, পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই নশ্বর (Mortal)। কুরআনে পাকে রয়েছে:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

(পারা ২৭, সূরা আর রহমান, আয়াত ২৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ভূ-পৃষ্ঠের উপর যত কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর।

এই পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপরীতে ইসলামের সৌন্দর্য দেখুন! ইসলাম সভ্যতা (Civilization), আখলাক, চরিত্র (Character), সবকিছুকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছে

☆ একজন প্রকৃত মুসলমান অন্যদের সাথে এই জন্য সদ্ব্যবহার করে না যে, কাল সেও তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে বরং তার উদ্দেশ্য (Purpose) হয় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ☆ একজন প্রকৃত মুসলমান অন্যদের কষ্ট দেওয়া থেকে এই জন্যই বিরত থাকে না যে, সে কষ্ট থেকে বেঁচে যাবে ☆ আমরা অন্যদের সাথে এই জন্য হেসে কথা বলি না যে, অন্যরাও আমাদের সাথে হেসে কথা বলবে ☆ আমরা কারো আর্থিক সাহায্য (Financial Help) এই জন্য করি না যে, কাল আমাদেরও সাহায্য করা হবে বরং ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমরা এখানে যা কিছু করব, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য করব। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۶۲﴾

(পারা ৮, সূরা আনআম, আয়াত ১৬২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনি বলুন, ‘নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার কুরবানী সমূহ, আমার জীবন এবং আমার মরণ-সবই আল্লাহ এর জন্য, যিনি প্রতিপালক সমগ্র জাহানের’।

ডক্টর ইকবাল বলেছিলেন:

بَرتر اَز اَندیشۂ سُود و زیاں ہے زندگی
ہے کبھی جاں تو کبھی تسلیمِ جاں ہے زندگی

বরতর আয আন্দেশা সূদ ও যিয়াঁ হে জীন্দেগী
হে কভী জান তু কভী তাসলীমে জাঁ হে জীন্দেগী

(কুল্লিয়াতে ইকবাল, বাঙ্গে দারা, পৃষ্ঠা: ২৮৭)

মর্মার্থ: জীবন লাভ ও ক্ষতির (Profit and Loss) চিন্তাভাবনা থেকে অনেক উর্ধ্বে, সবসময় বেঁচে থাকার নামই জীবন নয় বরং যখন

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য জীবন দেওয়া হয় তখন জীবন দেওয়াটাই জীবন হয়ে যায়।

এটি ইসলামী সভ্যতারই সৌন্দর্য যে, ইসলামী সভ্যতা (Islamic Civilization) স্থায়ীত্বের উপর নয় বরং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। যখন এই ভিত্তি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে, তখন ধনী-গরীবের পার্থক্য ঘুচে যায়, সমাজে লিল্লাহিয়াত, ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, সৌহার্দ্য এবং আত্মত্যাগ বিকশিত হয়।

আত্মত্যাগের এক মহান ঘটনা

ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলছিল, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল, এখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আহতদের দেখাশোনা করছিলেন, হযরত হুযাইফা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: আমি তখন হাতে পানি নিয়ে আমার চাচাতো ভাইকে (অর্থাৎ Cousin) খুঁজছিলাম, খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে তাঁকে আমি পেয়ে গেলাম, তাঁর অনেক ক্ষত হয়েছিল এবং তাঁর জীবন ওষ্ঠাগত ছিল, আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম: ভাই! পানি খাবে? সে কাঁপানো গলায় বলল: হ্যাঁ! খাব। আমি তাকে পানি দিতেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় কারো আর্তনাদের শব্দ শুনলাম, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে থাকা আমার চাচাতো ভাই ইশারায় বলল: আমাকে ছাড়ো! আগে এই আহত ব্যক্তিকে পানি পান করাও! আমি দ্রুত অন্য আহত ব্যক্তির দিকে ছুটলাম, এবারও তাঁকে পানি পান করাতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় কাছাকাছি অন্য কারো আর্তনাদের শব্দ শুনলাম, সেই দ্বিতীয় আহত সাহাবী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُও চরম আত্মত্যাগ দেখালেন এবং বললেন: আগে এই আহত ব্যক্তিকে পানি পান করাও! এখন আমি তৃতীয় আহত ব্যক্তির কাছে পৌঁছালাম কিন্তু এই আহত ব্যক্তির আর

পানির প্রয়োজন ছিল না, তিনি শাহাদাতের সুধা পান করে নিয়েছিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর কাছে ফিরে এলাম, তিনিও শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর আমি দৌঁড়ে আমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে পৌঁছালাম, আমার পৌঁছাতে পৌঁছাতে তাঁর রূহও উড়ে গিয়েছিল।

(কিমিয়ায়ে সাআদাত, পৃষ্ঠা: ২৫৫)

سُبۡحٰنَ الله! এটাই ইসলামের সৌন্দর্য...!! একজন সত্যিকারের মুসলমান এই দুনিয়াতে স্থায়ীত্বের জন্য (অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য) বাঁচে না বরং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য বাঁচে। ইসলামী শিক্ষা (Islamic Teaching) এবং অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে এটাই পার্থক্য...! আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইসলামের মহান ও সত্য শিক্ষার উপর আমল করার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রতিটি কাজের ভিত্তি 'ফানা' (বিলীনতা) এর উপর রাখুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা এই পৃথিবীতে মুসাফির, আমাদের উদ্দেশ্য দুনিয়াকে সাজানো নয় বরং আমাদের আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করা। তাই আমাদের উচিত যে, সর্বদা, সবসময়, প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখা যে, আমরা নশ্বর, খুব শীঘ্রই আমরা এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেব। নিজেরাই চিন্তা করুন! ✮ যখন আমরা নশ্বর তখন ঝগড়া করার কী লাভ (Benefit) ✮ যখন আমরা নশ্বর তখন অহংকার ও অহমিকা (Proud) কিসের জন্য ✮ যখন আমরা নশ্বর তখন সৌন্দর্য, বুদ্ধি এবং অর্থ ইত্যাদির উপর গর্ব করার কী লাভ ✮ যখন আমরা নশ্বর...! যাই করি না

কেন, শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবী থেকে যেতেই হবে, তাহলে এখানে মন লাগানোর কী লাভ ✯ আমাদের অনুসারী লাখ লাখ হোক বা কোটি কোটি, মরতে তো হবেই, তাহলে ক্ষমতা ও প্রশংসার লোভ অর্থাৎ নাম ও খ্যাতি (Fame) এর প্রতি আমাদের ভালোবাসা দিয়ে কী করব?

আমীরে আহলে সুন্নাতের অনন্য চিন্তাভাবনা

একবার শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী মুযাকরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন কোনো এক ইসলামী ভাই মোবাইল দিয়ে তাঁর ছবি তুলেছিলেন (মোবাইলে তোলা ছবি জায়িয, যতক্ষণ না তা প্রিন্ট বের করা হয়, তাই ইসলামী ভাই তাঁর ছবি তুলেছিলেন) এবং তাঁকে দেখাতে লাগলেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমার সেই ছবিটা আমার কাছে ভালো লেগেছিল, তারপরই মনে এলো যে, এই সুন্দর মুখ একদিন কবরে নেমে যাবে। তিনি বলেন: এই চিন্তা করতেই আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ এটিই বাস্তবতা। যখন আমরা নশ্বর, একদিন কবরে নামতেই হবে, জানি না আমাদের কবর জান্নাতের বাগান হবে নাকি مَعَاذَ الله জাহান্নামের গর্ত হয়ে যাবে। যখন অবস্থা এমন, তখন অহংকার, দম্ভ এবং গর্ব ইত্যাদিতে মত্ত থাকার কী লাভ...!! শুধু মাথা ঝুঁকিয়ে! বিনয় ও নম্রতার (Humbleness) সাথে, আল্লাহ পাক যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থেকে, লোভ-লালসা থেকে বেঁচে জীবন কাটিয়ে দিন। এতেই কল্যাণ নিহিত, এতেই আমাদের মঙ্গল (Betterment)।

دنیافانی ہے اہلِ دنیافانی
شہر و بازار و کوہ و صحرا فانی
دل شاد کریں کس کے نظّارہ سے حسنؔ
آنکھیں فانی ہیں یہ تماشا فانی

দুনিয়া ফানি হে আহলে দুনিয়া ফানি
শহর ও বাজার ও কুহ ও সেহরা ফানি
দিল শাদ করেঁ কিন কে নাযযারা সে হাসান
আঁখে ফানি হে ইয়ে তামাশা ফানি

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ৩০৩)

সেনাপতির দম্ভ চূর্ণ হলো

একজন খুবই অত্যাচারী শাসক (Tyrant Ruler) ছিল: হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। তার সেনাবাহিনীর (Army) একজন সেনাপতি (Commander) ছিল, যার নাম ছিল: মুহাল্লিব। একদিন মুহাল্লিব রেশমী পোশাক পরে, অহংকার করে দম্ভভরে চলছিল, হযরত মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে এমন অহংকারী স্বভাবে চলতে দেখে অন্তরে নেকীর দাওয়াতের আবেগ জাগ্রত হলো, তাই তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ মুহাল্লিবের কাছে এলেন এবং বললেন: হে আল্লাহর বান্দা! চলার এই ভঙ্গি আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় লোকদের এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুদের।

মুহাল্লিব তো সেনাপতি ছিলো, পদ ও মর্যাদার নেশা তার মাথায় জাদুর মতো চেপে ছিল, যখন সে দেখল যে, একজন ব্যক্তি তাকে উপদেশ দিচ্ছে তখন ভ্রু কুঁচকে বলল: জানো আমি কে? হযরত মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ ও مَاشَآءَالله জীবন্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন, তিনি নম্রভাবে বললেন: হ্যাঁ! জানি তুমি কে; اَوَّلُکَ نُطۡفَۃٌ مَذِرَۃٌ তোমার প্রথম

অবস্থা এই যে, তুমি একটি নাপাক ফোঁটা ছিলে, وَآخِرُكَ جِيْفَةٌ قَذِرَةٌ তোমার শেষ অবস্থা এমন হবে যে, তুমি একটি নোংরা মৃতদেহ হয়ে যাবে وَاَنْتَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ এবং (এই দুই অবস্থার মাঝে) তুমি পেটে ময়লা বহন করে আছ। এটা শুনে মুহাল্লিবের বুদ্ধি ঠিক জায়গায় এলো, সে অহংকারী স্বভাব ছেড়ে এগিয়ে গেল।

(আল বাব ফি উলূমিল কিতাব, পারা: ২৯, সূরা মা'আরিজ, ৩৯নং আয়াতের পাদটীকা, খন্ড: ১৯, পৃষ্ঠা: ৩৭৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই আসল বাস্তবতা, আমরা প্রথমে কিছুই ছিলাম না, শেষে লাশ হয়ে মাটিতে মিশে যাব। এর মাঝখানের যে সময়কাল অর্থাৎ আমাদের এই জীবন, আমাদের উচিত এই জীবনকে সুন্দরভাবে কাটানো ☆ অহংকার করা ☆ দম্ভ করা ☆ দাম্ভিকতা করা ☆ বড় বড় কথা বলা ☆ বড়াই করা ☆ বিদ্রোহ করা আমাদের মাটির মানুষকে মানায় না। আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি, এখানে আসার আমাদের একটি উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য পূরণ করুন, এই পৃথিবীতে মন বসাবেন না।

ঘর না বানানোর এক অনন্য কারণ

একবার আল্লাহ পাকের নবী হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কোনো পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দেখলেন যে, একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি পাহাড়ের (Mountain) কাছে আল্লাহ পাকের ইবাদতে লিপ্ত। তিনি সেই বৃদ্ধ আবিদকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে ব্যক্তি! তুমি নিজের জন্য ঘর কেন বানালে না, এর মাধ্যমে তো শীত-গ্রীষ্ম থেকে বেঁচে যেতে? এই বৃদ্ধ আবিদ খুব সুন্দর উত্তর দিলেন, বললেন: হে আল্লাহ পাকের নবী عَلَيْهِ السَّلَام! আমি আপনার পূর্বেকার নবীগণের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, তাঁরা আমাকে

বলেছিলেন যে, আমি এই পৃথিবীতে ৭০০ বছরের বেশি সময় জীবিত থাকতে পারব না। তাই আমার বুদ্ধি এটা মেনে নেয়নি যে, এত কম সময়ের জন্য আমি আল্লাহ্ পাকের ইবাদত ছেড়ে ঘর বানানোর কাজে লেগে যাই। হযরত ঈসা عَلَیْہِ السَّلَام বললেন: শীঘ্রই এমন এক জাতি আসবে, যাদের বয়স ১০০ বছরের বেশি হবে না, তবুও তারা বড় বড় প্রাসাদ তৈরি করবে। **(হিকায়াত ওয়া কাসাস, হিকায়াহ: ৫০, পৃষ্ঠা: ৭১)**

اَللّٰہُ اَکْبَرْ ৭০০ বছরের জীবন...!! এত দীর্ঘ সময়কাল....!! আর সুন্দর চিন্তা দেখুন! বুযুর্গ ভাবছেন শেষ পর্যন্ত তো মরতেই হবে, তাহলে এখানে ঘর বানানোর কী লাভ, সময় কম, চলো আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করি...!

اَللّٰہُ! اَللّٰہُ! আমাদের অবস্থা কী...!! ঠিক যেমন হযরত ঈসা عَلَیْہِ السَّلَام বলেছিলেন, জীবন ১০০ বছরেরও কম বরং এখন গড়ে ৬০ বছর কিন্তু এমন ভঙ্গি যেন চিরকাল এখানেই থাকতে হবে।

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں | سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں

আ'গাহ আপনি মউত সে কোয়ি বশর নেহী
সামান সো বরস কা হে পল কি খবর নেহী

বয়ানের সারাংশ

যাইহোক! বয়ানের সারাংশ হলো যে, দুনিয়া আমাদের অস্থায়ী ঠিকানা, আমরা এখানে মুসাফিরের মতো, খুব শীঘ্রই এই নশ্বর জগত ত্যাগ করে পরবর্তী জগতে যাত্রা করতে হবে, তাই আমাদের উচিত যে, এই সংক্ষিপ্ত জীবন (Short Life) সুন্দরভাবে কাটানো, নেক আমল

করতে করতে, অন্যদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে করতে সর্বোত্তম উপায়ে জীবন কাটানো। ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, লোভ-লালসা ইত্যাদিতে কিছুই নেই, গাড়ি, বাংলো, বাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স, বড় বড় মেডেল, উচ্চ কর্মদক্ষতার (High Performance) সম্মান সবকিছু পড়ে থাকবে এবং আমরা এখান থেকে চলে যাব। তাই

ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو
ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے

এ্যয়সে রাহা করো কেহ করেঁ লোগ আরযু
এ্যয়সা চলন জলো কেহ যমানা মিসাল দেয়

আল্লাহ্ পাক আমাদের পবিত্র জীবন যাপনের তৌফিক দান করো। সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত সুন্দর দোয়া করেছেন, আসুন! একসাথে মিলে করি:

واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سُنّی مرے
یوں نہ فرمائیں ترے شاہد کہ وہ فاجر گیا
عرش پر دُھومیں مچیں وہ مؤمنِ صالح مِلا
فرش پر ماتم اُٹھے وہ طیب و طاہر گیا

ওয়াস্তা পেয়ারে কা এ্যয় হো কেহ জু সুন্নি মরে
ইউ না ফরমায়ে তেরে শাহিদ কেহ ওহ ফাজির গেয়া
আরশ পর ধুমে মাচেঁ ওহ মুমিনে সালেহ মিলা
ফরশ পর মা'তম উঠে ওহ তায়্যিব ও তাহির গেয়া

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৫৩-৫৪)

ব্যাখ্যা: হে প্রিয় আল্লাহ পাক! তোমায় তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলা! যেই আশিকে রাসূল দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তোমার ফেরেশতারা যেন না বলে যে, দেখো! সেই ফাসিক, ফাজির গুনাহগার মরে গেছে। হে আল্লাহ পাক! এমন দয়া যেন হয় যে, যেই আশিকে রাসূল দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তখন আরশে শোরগোল পড়ে যায়; ফেরেশতারা বলে: দেখো! দেখো! সেই নেককার মুসলমানের রূহ আসছে এবং জমিনের অধিবাসীদের উপর বেদনা ছেয়ে যায় যে, হায়! একজন নেককার, পূতপবিত্র মানুষ দুনিয়া থেকে চলে গেছে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই অস্থায়ী ঠিকানার ভালোবাসা থেকে বাঁচাও এবং আখেরাতের চিন্তা ও এর প্রস্তুতি গ্রহণের তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নাত কালেকশন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন

হে আশিকানে রাসূল! اَلْحَمْدُ لِله দাওয়াতে ইসলামীর আইটি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন হলো: Naat Collection (নাত কালেকশন)। ✯ এই অমূল্য অ্যাপ্লিকেশনে আহলে সুন্নাতের ওলামায়ে কিরামের নাত শরীফ, কালাম এবং মানকাবাত নিয়ে গঠিত ৮টি বিখ্যাত কিতাব (Famous Books) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ✯ যাতে আপনার পছন্দের কালাম সার্চ করার পাশাপাশি বিভিন্ন নাতখাঁদের কণ্ঠে অডিও শুনতে এবং ভিডিও দেখতে পারবেন ✯ পছন্দের (Favorite) নাত, কালাম 'মাই কালেকশন' ফিচারে সংরক্ষণ করতে এবং যখন খুশি শুনতে

পারবেন ✯ এই অ্যাপ থেকে যেকোনো নাত বা পংক্তি কপি করে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদিতে শেয়ার করা যাবে। এই অ্যাপ ডাউনলোড করুন এবং আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা দিয়ে আপনার অন্তর আলোকিত করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সমাপ্তির দিকে এসে আসুন! একটি শরয়ী মাসআলা শুনি:

সঠিক কোনটি?

(সঠিক শরয়ী মাসআলা এবং জনগণের মধ্যে প্রচলিত ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ)

মাসআলা: নামাযে কওমা ও জলসা উভয়ই ওয়াজিব।

ব্যাখ্যা: রুকুর পর একদম সোজা হয়ে দাঁড়ানোকে কওমা বলে। আর দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসাকে জলসা বলে। আমাদের সমাজে! কিছু লোক তাড়াহুড়া করে নামায পড়তে গিয়ে কওমা ও জলসা ছেড়ে দেয়, অর্থাৎ রুকুর পর সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ায় না, একটু ওঠে এবং সাথে সাথে সিজদায় চলে যায়, একইভাবে দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসে না, সাথে সাথে দ্বিতীয় সিজদায় চলে যায়। মনে রাখবেন! নামাযে কওমা ও জলসা উভয়ই আলাদা আলাদাভাবে ওয়াজিব। নামাযে এই দুটির মধ্যে কোনো একটি ভুলবশত ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে, আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় তাহলে নামায পুনরায় পড়া জরুরী হবে। **(ফাতাওয়ায়ে আহলে সুন্নাত (অপ্রকাশিত), ফাতাওয়া নাম্বার: WAT-2370)** আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক ইসলামী আহকাম শেখার এবং সেগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসমাউল হুসনার বরকত (ওযিফা)

يَا صَمَدُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের এই মোবারক নাম يَا صَمَدُ ১০০০ বার পড়বে, اِنْ شَآءَ الله সে শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে। **(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃষ্ঠা: ২৫৫)** আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তৌফিক দান করো।

اٰمين بِجاهِ خاتَمِ النَّبِيّن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد